দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন; সভাপতি পলাশ,সম্পাদক তানজিল

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের আয়োজনে দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে সভাপতিত্ব করেন আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক শামসুজ্জোহা পলাশ।

এসময় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করেন সিনিয়র সাংবাদিক তাছির আহমেদ, আঃসালাম ও হাফিজুর রহমান কাজল। কোনো পদের বিপক্ষে প্রার্থী না থাকলেও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্ধীতা হয়। সাধারণ সম্পাদক পদে একের অধিক প্রার্থী হওয়ায় গোপন ব্যালটে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এপদে প্রতিদ্বন্ধীতা করেন আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব মুরশেদ বীন ফয়সাল(তানজির) ও সদস্য মোজাম্মেল শিশির।

বৈধ ২২ভোটের বিপরীতে গোপন ব্যালটে ভোটগ্রহণ শেষে ১৭ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী হয় মুরশেদ বীন ফয়সাল(তানজির), একমাত্র প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থী মোজাম্মেল শিশির পেয়েছে মাত্র ৪ভোট।

এদিকে বিনাপ্রতিদন্ধীতায় বিজয়ী হয়েছেন সভাপতি পদে শামসুজ্জোহা পলাশ, সহসভাপতি পদে মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সহ সাধারণ সম্পাদক পদে সাজিদ হাসান সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রকিবুল হাসান তোতা, কোষাধ্যক্ষ পদে শমশের আলী, দফতর সম্পাদক পদে এসএম সুজন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সালেকিন মিয়া সাগর, নির্বাহী সদস্য পদে তাছির আহমেদ, আঃসালাম, হাবিবুর রহমান, মেহেদী হাসান মিলন, আরিফুল ইসলাম মিলন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামী। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোঃ নায়েব আলীর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোঃ রুহুল আমীন।

এসময় প্রধান অতিথি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে বলেন, এদেশে কেউ যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে না পারে সেদিকে আমাদের সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দূর্নীতি করে কেউ যেন পার পেয়ে না যায় সেজন্য আপনাদের কে তথ্য দিয়ে প্রশাসন কে সাহায্য করতে হবে। ভাল কে ভাল বলার সৎ সাহস আপনাদের কাছে আমরা কামনা করি। সমাজের ইতিবাচক খবর গুলোকে আপনারা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করবেন, যেন সমাজের মানুষ ইতিবাচক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

তিনি আরো বলেন, জামায়াতে ইসলামীর সকল নেতা কর্মী মাদকমুক্ত, দূর্নীতি মুক্ত, দখলদার মুক্ত, টেন্ডারবাজ মুক্ত, সন্ত্রাস মুক্ত, গ্রুপিং মুক্ত, জামায়াতের মূল শক্তি আল্লাহর উপর ভরসা, ধৈর্য্য এবং দলীয় শৃংখলা তার পরেও যারা আমাদের গালিদেয়, মারে, জেলে পুরে হত্যা করতে চাই, শত্রুতা করতে চাই, তাদের রাজনৈতিক শক্তি কি তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি? তারা কি দেশ এবং জাতীর জন্য কিছু করতে চাই না নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য রাজনীতি করে? এই প্রশ্ন আপনাদের মাধ্যমে জাতীর কাছে রাখলাম। আমরা বিশ্বাস করি দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি আখেরাতের জীবনের সূচনা, দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজের হিসাব আখেরাতে দিতে হবে ।

দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী আখেরাতের জীবন স্থায়ী। দুনিয়ার জীবনে সুখ দুঃখ উভয়ই আসে আর আখেরাতে শুধুই সুখ অথবা শুধুই দুঃখ । আমরা জামায়াত কর্মীরা আখেরাতের জীবন কে প্রাধান্য দেয় বলেই দুনিয়ার এই তথাকথিত প্রতিযোগীতায় গিয়ে অর্থশালী হতে আগ্রহী হয়

না। শেখ হাসিনা সরকার এক “দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করে সাংবাদিক দের স্বাধিনতা হরণ করেছিল। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এক দলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্য ডিজিটাল আইনে শত শত মামলা করলেও, সাগর রুণীর হত্যা সহ অসংখ্য সাংবাদিক’দের হত্যার বিচার হয়নি। বরং দিনের পর দিন উক্ত হত্যা মামলার বিচার বিলম্বিত করে ঝুলিয়ে রেখেছে। আমরা চাই আইন বর্হিভূত হত্যার বিচার হোক। সকল দূর্নীতির বিচার হোক। সকলেই আইনের শাসনের আওতায় আসুক। সরকারের সকল কর্মচারী, পুলিশ প্রশাসন, সাংবাদিক সহ সরকারী সকল দপ্তর রাজনীতি মুক্ত হোক।

দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী মোঃ আবেদ উদ দৌলার সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাও মোঃ আজিজুর রহমান, জেলা সেক্রেটারী এ্যাড. মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী সেক্রেটারী এ্যাড. মোঃ মাসুদ পারভেজ রাসেল, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মোঃ রফিকুল ইসলাম জিয়া, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন শাখার আমির মোঃ আবুল বাশার। মতবিনিময় সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মোঃ রফিকুল ইসলাম জিয়া।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণসহ দু’দফা দাবীতে সংবাদকর্মী মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণের দাবী জানিয়েছে জেলা সাধারণ সাংবাদকর্মী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। গতকাল রবিবার দুপুর ৩টায় জেলার সাধারণ সংবাদকর্মী ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীরা দু’দফা দাবী জানিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে সমবেত হয়।

এসময় তারা প্রেসক্লাবে রাজনৈতিক প্রভাব সম্পৃক্তকরণ ও সাধারণ সংবাদকর্মীদের অধিকার হরণের প্রতিবাদ জানিয়ে দু’দফা দাবি পেশ করেন। এ দাবীতে তারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন প্রাব বিস্তার করে

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবকে কুক্ষিগত করার পায়তারায়, যোগ্যদের প্রেসক্লাবে অর্ন্তভূক্তকরণ করা হয়নি। তাদেরকে অর্ন্তভূক্ত করে, বর্তমান কার্য নির্বাহী কমিটি ভেঙ্গে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে হবে।

আন্দোলনকারী গণমাধ্যমকর্মীদের পক্ষে জানানো হয়, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সর্বশেষ নির্বাচনের পর নির্বাচিত কমিটি ক্লাবের সদস্য ব্যতীত সকল গণমাধ্যমকর্মীদের ক্লাবে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেছে। চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব জেলার সাধারণ সাংবাদিকদের অধিকার হরণ করে স্বার্থান্বেষীভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলো। প্রকৃত সাংবাদিকদের বাইরে রেখে দলীয় প্রভাবের মাধ্যমে ক্লাবকে কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে। সরাসরি রাজনীতি করে ও দলীয় সমর্থনে নির্বাচিত পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কামরুজ্জামান চাঁদ প্রেসক্লাবের নির্বাহী কমিটির পদে রয়েছেন। চুয়াডাঙ্গা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আবুল হাশেম ও মুহাম্মদ আতিয়ার রহমান এবং একই প্রতিষ্ঠানের শারীরিক প্রশিক্ষক ইসলাম রকিব সরকারি চাকরী ও এমপিওভুক্ত চাকরী করেও এ ক্লাবের নির্বাহী পদে আছেন। শুধু তাই নয়, ক্লাবের গঠনতন্ত্র না মেনে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বছরের পর বছর যোগ্য সংবাদকর্মীদের সদস্য পদ দেয়া থেকেও বিরত রয়েছে প্রভাবশালী কয়েকজন। ক্লাবের গঠনতন্ত্রে স্থানীয় গণমাধ্যমের দু’জন করে প্রতিনিধিকে সহযোগী সদস্য করে অর্ন্তভূক্ত করার নিয়ম থাকলেও তা করা হয়নি। তবে অযোগ্যরা স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অনায়াশেই ক্লাবের সদস্য পদসহ গুরত্বপূর্ণ পদেও স্থান পেয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব নিরপেক্ষ করার জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, গণমাধ্যমকর্মীদের এ আন্দোলনে সম্মতি জানিয়েছেন। নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার দাবী তাদেরও। এতে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ নেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চুয়াডাঙ্গার অন্যতম সমন্বয়ক সাফ্ফাতুল ইসলাম। চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণের দাবী জানিয়ে তিনি বলেন, ‘গণমাধ্যকর্মী ভাইয়েরা সত্য প্রকাশে কাজ করেন। তবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে আমরা দেখেছি যারা সত্য প্রকাশে কাজ করতে চেয়েছেন তাদেকে বাধা দেয়া হয়েছে। প্রেসক্লাব থেকে আমাদের ন্যয্য দাবীতে করা আন্দোলনে কোন প্রকার সহযোগীতা করা হয়নি। ক্ষমতাসীন দল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। প্রেসক্লাবে রাজনৈতিক প্রভাবের স্থান থাকায় ক্লাবের নেতৃত্বস্থানীয়

সংবাদকর্মীরা অন্য সাধারণ সংবাদ কর্মীদের কাজেও বাধা সৃষ্টি করেছে। আমরা চাই স্বচ্ছ প্রেসক্লাব, যেখানে সকলের সমঅধিকার থাকবে। সত্য প্রকাশে সংবাদকর্মীরা থাকবেন নির্ভীক। আমরা ক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণে যোগ্যদের স্থান দেয়া ও পূর্বের কমিটি ভেঙে আহ্বায়ক কমিট গঠন করাসহ দু’দফা দাবী জানাচ্ছি। অন্যথায় আমরা পরবর্তী বৃহৎ কর্মসূচি নিয়ে ক্লাবের সামনে সমবেত হবো।

এদিকে, গণমাধ্যমকর্মীদের প্রেসক্লাবের সামনে কর্মসূচীর খবর পেয়ে সেখানে আসেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজীব হাসান কচি। তিনি সাংবাদিকদের দাবী মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফও আসেন। তারা সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীদের তাদের দাবী পুরণে আশ্বস্থ করেছেন।

তবে আন্দোলনরত গণমাধ্যমকর্মীদের পক্ষে জানানো হয়েছে, দাবী মেনে না নেওয়া হলে, আজ সোমবার (১২ আগস্ট) বৃহৎ কর্মসূচী দেয়া হবে। ক্লাব ঘেরাও থেকে শুরু করে কয়েকজন দলীয় ব্যক্তিদের সদস্য পদ বাতিলের দাবিও উঠতে পারে। ইতোমধ্যে এ আন্দোলনে সংহতি জানিয়েছেন, চুয়াডাঙ্গার জ্যৈষ্ঠ সাংবাদিকরাসহ উপজেলা পর্যায়ের গণমাধ্যমকর্মী ও বিভিন্ন প্রেসক্লাব।

আন্দোলনে দেখা যায়, চুয়াডাঙ্গার গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে সাংবাদিক হুসাইন মালিক, মাহফুজ মামুন, সুস্থির আজাদ, আহসান আলম, সাঈফ জাহান, মেহেরাব্বিন সানভী, আলমগীর হোসেন, আজাদুল ইসলাম আজাদ, এফ.এ.আলমগীর, রুদ্র রাসেল, বজলুল আলম জীবন, সাইফুল ইসলাম, সাকিবুর রহমান সাকিব, সাকিব আল হাসানসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের কমিটি বিলুপ্ত আহবায়ক কমিটি গঠন

দীর্ঘ ১৬ বছর পর অসাংবাদিক এর হাত থেকে মুক্তি পেল দামুড়হুদা প্রেসক্লাব। দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের বর্তমান কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। সেই সাথে নতুন ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা

হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এক জরুরী মিটিং এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী ভার্চুয়ালী কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে সেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। এবিষয়ে প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসক্লাবের কমিটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

এসময় কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে উপস্থিত সকল সদস্যের সর্ব সম্মতি ক্রমে সাংবাদিক শামসুজ্জোহা পলাশ কে আহবায়ক, মিরাজুল ইসলাম মিরাজ কে যুগ্ম আহবায়ক ও তানজির ফয়সাল কে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। আহবায়ক কমিটির সদস্যরা হলেন, হাফিজুর রহমান কাজল, হাবিবুর রহমান, তাসির আহাম্মেদ, মোজাম্মেল শিশির, শাহাজামাল বাবু, আরিফুল ইসলাম মিলন, জাহাঙ্গীর আলম মানিক ও রকিবুল হাসান তোতা। সভায় আগামী ৩ মাসের মধ্যে পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে বলে জরুরী সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবে উপজেলা চেয়ারম্যান মঞ্জিলকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে নব নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান কে,এম মঞ্জিলুর রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মননা স্বারক প্রদান করা হয়েছে।

আজ বুধবার প্রেসক্লাবের আমন্ত্রণে উপজেলা চেয়ারম্যান প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ে উপস্থিত হলে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এ সময় সাংবাদিকদের সাথে উপজেলা চেয়ারম্যানের এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মত বিনিময় সভায় উপজেলা চেয়ারম্যান কে, এম মঞ্জিলুর

রহমান বলেন,সাংবাদিকদের কারণেই কিন্ত দুষ্কৃতিকারীরা অপরাধ করতে ভয় পাই। যে কোন একটা ছোট ঘটনা ঘটলেই সাংবাদিকরা তা তুলে ধরছেন। আপনাদের কারণেই যারা দুষ্কৃতিকারী, যারা খারাপ মানুষ তারা পিছিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, আজকে আপনাদের সাথে মিলিত হতে পেরে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আপনারা জানেন বর্তমান সরকারের আপনাদের যে অঘাত স্বাধীনতা দিয়েছে, বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায়। আজকে আপনাদের অবাধ বিচরণের কারণে অনেক অপরাধ লোপ পেয়েছে। রাজনীতি থেকে শুরু করে যারা দুষ্কৃতিকারী, যারা সমাজে খারাপ কাজের সাথে জড়িত ছিল সেই সমস্ত মানুষগুলো আজ কোথায়?

আপনাদের কারণেই আমি মনে করি এই আলমডাঙ্গার মানুষ এর সুফল ভোগ করছে। রাষ্ট্রের জন্য সমাজের জন্য আপনারা আপনাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যান। আপনাদের সবই আছে শুধু অবকাঠামো নেই। এই অবস্থা থেকে যত দ্রুত সম্ভব আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবকে একটি নান্দনিক অবস্থানে নিয়ে যেতে আমরা কাজ করবো। আপনারা আমার পাশে থাকবেন এই প্রত্যাশা করছি।

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টুর সভাপতিত্বে মত বিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক উপপ্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি শেখ শফিউজ্জামান, আনোয়ার হোসেন,হাবিবুর রহমান রুনু।

প্রসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক শাহাবুল হকের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বশিরুল আলম, প্রচার সম্পাদক জাফর জুয়েল, শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক এম, জামিরুল ইসলাম খান।

এ ছাড়াও অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান,প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক তানভীর সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক কাইরুল মামুন, আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক মীর ফাহিম ফয়সাল, ধর্মীয় বিষয়ক সম্পাদক গোলাম রহমান চৌধুরী, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ সাজেদুল হক মুনি, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক গোলাম সরোয়ার সদু,সহ প্রচার সম্পাদক হাসিবুল হক,নির্বাহী সদস্য নাসির উদ্দিন,রানা আহেম্মদ, হাসিবুল হক প্রমুখ।

দর্শনা প্রেসক্লাবে যায়যায়দিন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকি পালিত

দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার ১৯ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে দামুড়হুদার দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাব কার্যালয়ে যায়যায়দিন পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি হাসমত আলীর আয়োজনে যায়যায়দিন ফ্রেন্ডস ফোরামের সভাপতি দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে দামুড়হুদা উপজেলা প্রতিনিধি হাসমত আলীর সঞ্চলনায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এর প্রতিনিধি সাব ইন্সপেক্টর শামিম আহমেদ, দর্শনা গণউন্নয়ন গ্রন্থগারের পরিচালক সাহিত্যিক আবু সুফিয়ান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হানিফ মন্ডল, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এম এ ওসমান, সাংবাদিক আওয়াল হোসেন, আলমগীর কবির, মনিরুজ্জামান সুমন, আহসান হাবিব মামুন, নজরুল ইসলাম, নুরুল আলম বাকু, মাহমুদ হাসান রনি, ইমতিয়াজ রয়েল, ইমতিয়াজ আহমেদ, আব্দুল হান্নান, সুকুমার বাঁধন, রিফাত হোসেন, ফরহাদ হোসেন, আলোচনা সভা শেষে অতিথিবৃন্দ ও সাংবাদিকরা কেক কাটেন। সংবাদকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ের উদ্বোধন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১২ টায় হাইরোডস্থ এ কার্যালয়ের ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস। পরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সাংবাদিকরা হলো সমাজের দর্পণ। আপনারা জাতির বিবেক। যে কোন ঘটনা আপনাদের মাধ্যমে সারা দেশের মানুষ অবগত হয় । আমি বলবো একটা সমাজ পূণর্গঠনে সাংবাদিকদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কারণ একটা সংবাদ যদি একটা পত্রিকায় সঠিক ভাবে না এসে ভিন্নভাবে আসে। তাহলে কিন্ত এর প্রভাব অনেক দূর গড়াই । আমি প্রায় ১ বছর হয়ে গেলো আলমডাঙ্গায় এসেছি। সাংবাদিকের কারোর কাছ থেকে নেগেটিভ নিউজ পাইনি। সেজন্য আমার উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবাইকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ইতিমধ্যে দুটি বড় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচন কেন্দ্রীক সাংবাদিকের নিকট থেকে অনেক সহযোগীতা পেয়েছি। সামনের দিনগুলোতে আপনাদের এভাবেই সহযোগীতা কামনা করছি।

আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গার থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ গনি মিয়া।
আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজমের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি শেখ শফিউজ্জামান, আনোয়ার হোসেন, সিনিয়র সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, প্রেস ক্লাবের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বশিরুল আলম, প্রচার সম্পাদক জাফর জুয়েল, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আতিক বিশ্বাস।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান রুনু, মৌলভী আবুল কাশেম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল হক, তানভীর সোহেল, কে,এ মান্নান, সাংগঠনিক সম্পাদক কাইরুল ইসলাম মামুন, কোষাধ্যক্ষ সাজদুল হক মুনি, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর

রাজ্জাক, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক জামিরুল ইসলাম, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক গোলাম সরোয়ার সদু, আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক মীর ফাহিম ফয়সাল, ধর্মীয় বিষয়ক সম্পাদক গোলাম রহমান চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য নাসির উদ্দিন, মহসিন আলী হোসেন, রানা আহম্মেদ, হাসিবুল ইসলাম, লাল্টু রহমান, সাব্বির আহম্মেদ রিজভী প্রমুখ।

ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

উৎসবমুখর পরিবেশে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনে একুশে টিভি ও জনকন্ঠ পত্রিকার প্রতিনিধি এম রায়হান সভাপতি ও এসএ টিভি ও দৈনিক বণিক বার্তা পত্রিকার প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ভোট গণণা শেষে নির্বাচন কমিশনার এ ফলাফল প্রকাশ করেন। সভাপতি এম রায়হান পেয়েছেন ৪৯ ভোট ও সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ পেয়েছেন ২৬ ভোট।

এছাড়াও আমাদের অর্থনীতি পত্রিকার প্রতিনিধি সুলতান আল একরাম ৩২ ভোট পেয়ে ১ নং ও ৩১ ভোট পেয়ে এশিয়ান টিভি, দৈনিক দেশ রুপান্তর ও বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর’র প্রতিনিধি এম রবিউল ইসলাম রবি ২ নং সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয় টিভির প্রতিনিধি খোন্দকার জহুরুল ইসলাম হিরো ৪০ ও আমার সংবাদ পত্রিকার প্রতিনিধি খুরশিদ মোহাম্মদ সালেহ ৩০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে। দপ্তর সম্পাদক পদে দৈনিক ঢাকা টাইমস পত্রিকার প্রতিনিধি শাহানুর আলম ৩৯ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন।

প্রচার সম্পাদক পদে চ্যানেল টোয়েন্টিফোর’র ঝিনাইদহ প্রতিনিধি সাদ্দাম হোসেন ২৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৩৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক স্বাধীন বাংলা পত্রিকার প্রতিনিধি খাইরুল ইসলাম নিরব।

৩৮ ভোট পেয়ে সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছে গ্লোবাল টিভির ঝিনাইদহ প্রতিনিধি এস এম মেহেদি হাসান জিকু। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকার প্রতিনিধি রোকনুজ্জামান মিলন ৩২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

সময় টিভির স্টাফ রিপোর্টার লোটাস রহমান সোহাগ সর্ব্বোচ্চ ৫৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। এছাড়াও নির্বাহী সদস্য পদে কালেরকন্ঠের প্রতিনিধি এম সাইফুল মাবুদ ৩৮, প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আজাদ রহমান ৩২, দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম লিটন ৩৯, দৈনিক নবচিত্রের বার্তা সম্পাদক আসিফ ইকবাল কাজ ৩৭, বাংলাভিশন টিভির প্রতিনিধি আসিফ ইকবাল মাখন ৩২, বৈশাখী টিভির প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম মন্টু ৪৪, দৈনিক অর্থনীতির কাগজ পত্রিকার প্রতিনিধি মোস্তফা কামাল ৩৬, দৈনিক লাখোকন্ঠ পত্রিকার প্রতিনিধি ওমর আলী সোহাগ ৪৭ ও দৈনিক একুশের বাণী পত্রিকার প্রতিনিধি রেজওয়ানুল ইসলাম বাপ্পি ৫০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

আজ সকাল ১০ টা থেকে শুরু হওয়া এ নির্বাচন চলে বিরতিহীন ভাবে দুপুর ২ টা পর্যন্ত। নির্বাচেন ২১ টি পদে ৩৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ৬৬ জন।

নির্বাচন কমিশনারের দ্বায়িত্বে ছিলেন ঝিনাইদহ আদালতের আইনজীবি সুভাষ বিশ্বাস মিলন, তন্ময় কুমার কুন্ডু ও কাজী মেহেদী হাসান প্রিন্স। নব-নির্বাচিত এই কমিটিতে স্বাগত জানিয়েছেন ঝিনাইদহের নানা শ্রেণী পেশার মানুষ।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন

উৎসব উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব ও বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনের ভোট

গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শুরু হয় ভোট গণনা কার্যক্রম। নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে ।

প্রেসক্লাবের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে রাজীব হাসান কচি-নাজমুল হক স্বপন প্যানেল ও ফাইজার চৌধুরী-বিপুল আশরাফ প্যানেল।

অপরদিকে, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের নির্বাচনেও দুটি প্যানেল অংশগ্রহণ করে। একটিতে শেখ সেলিম-এমএ মামুন ও অপরটিতে সরদার আল-আমিন-কামরুজ্জামান চাঁদ।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করেন, প্রেসক্লাবের সভাপতি পদে রাজীব হাসান কচি ২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী ফাইজার চৌধুরী পেয়েছেন ২২ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে বিপুল আশরাফ ২৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী নাজমুল হক স্বপন পেয়েছেন ২১ ভোট। সাংবাদিক সমিতির সভাপতি পদে সরদার আল আমিন ২৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী শেখ সেলিম পেয়েছেন ১৯ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে কামরুজ্জামান চাঁদ ২৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী এমএ মামুন পেয়েছেন ২১ ভোট।

প্রেসক্লাবের অন্যান্য পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, সহসভাপতি পদে রফিক রহমান ২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী আহাদ আলী মোল্লা পেয়েছেন ১৯ ভোট। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে ইসলাম রকিব ২৫ ভোট পেয়ে পূনরায় নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী হুসাইন মালিক পেয়েছেন ২০ ভোট। অর্থ সম্পাদক পদে আতিয়ার রহমান ২৪ ভোট পেয়ে পূনরায় নির্বাচিত হয়েছেন, তার তিকটতম প্রতিদ্বন্ধী মাহফুজ মামুন পেয়েছেন ২১ ভোট। সাংস্কৃতিক ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে জহির রায়হান সোহাগ ২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী জামান আক্তার পেয়েছেন ২২ ভোট। ক্রীড়া সম্পাদক পদে সোহেল সজীব ২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী সনজিদ কর্মকার পেয়েছেন ২০ ভোট। দপ্তর সম্পাদক পদে আবুল হাশেম ২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী মফিজুর রহমান

জোয়াদ্দার পেয়েছেন ২২ ভোট। কার্যকারী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন ৫জন তার মধ্যে, শাহ আলম সনি পেয়েছেন ২৬ ভোট, আজাদ মালিতা পেয়েছেন ২৪ ভোট, রফিকুল ইসলাম পেয়েছেন ২৪ ভোট, শামীম রেজা পেয়েছেন ২৩ ভোট অন্যান্যদের মধ্যে রিফাত রহমান ২২ ভোট, খাইরুজ্জামান সেতু ২২ ভোট এবং পলাশ উদ্দীন ২২ ভোট। তিনজন সমান সংখ্যক ভোট পাওয়ায় লটারীর মাধ্যমে পলাশ উদ্দীন নির্বাচিত হয়।

অপরদিকে, সাংবাদিক সমিতির অন্যান্য পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, সহ-সভাপতি পদে খাইরুল ইসলাম ২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী রানা কাদির পেয়েছেন ২২ ভোট। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে রেজাউল করিম লিটন ২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী রুহুল আমিন রতন পেয়েছেন ২০ ভোট। অর্থ সম্পাদক পদে আলমগীর কবির শিপলু ২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী উজ্জল মাসুদ পেয়েছেন ২০ ভোট। ক্রীড়া সম্পাদক পদে আনজাম খালেক বিনা প্রতিদ্বন্ধীতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন পরিচালনা করেন আহ্বায়ক অ্যাড. সোহরাব হোসেন, কমিটির সদস্য অ্যাড. আবুল বাশার ও অ্যাড. ফিরোজ হোসেন।

উল্লেখ্য, গত ৮ জানুয়ারি চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব ও বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল ১৩ জানুয়ারি। মনোনয়নপত্র বাছাই ও বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয় ১৪ জানুয়ারি। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল ১৫ জানুয়ারি। পরদিন ১৬ জানুয়ারি চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। গতকাল শনিবার ২৭ জানায়ারি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের

সাংবাদিকদের সাথে নবাগত ওসি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে দামুড়হুদা মডেল থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আলমগীর কবীরের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত ৮টার দিকে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের আয়োজনে মতবিনিময় সভায় প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মোঃ আলমগীর কবীর।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহসভাপতি হাফিজুর রহমান কাজলের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার পরিদর্শক (অপারেশন) সফিউল আলম, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজিদ হাসান সোহাগ, অর্থ সম্পাদক আহাদ আলী মোল্লা, নির্বাহী সদস্য আব্দুস সালাম, সিনিয়র সাংবাদিক ও প্রেসক্লাব সদস্য তাছির আহমেদ, মোজাম্মেল শিশির, খালেকুজ্জামান, রশেদুল ইসলাম, সালেকিন মিয়া সাগর, এসএম সুজন, রাসেল আহমেদ, রকিবুল হাসান তোতা, মশিউর রহমান তুষার সহ প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ, সাংবাদিক আশাবুল হক, মখলেছুর রহমান প্রমুখ।

মতবিনিময় সভার শুরুতেই দামুড়হুদা মডেল থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর কে প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচছা দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

মতবিনিময় সভায় (ওসি) মো আলমগীর কবীর বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সামনে আগিয়ে নিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন সাংবাদিকরা। দামুড়হুদা প্রেসক্লাব একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। আমি এই সংগঠনের সকল সদস্যদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান রাখবো যেন তাদের লেখেনির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। আপনারা সংবাদ পরিবেশের আগে তথ্যের সত্যতা যাচায়-বাছায় করে সংবাদ পরিবেশের করবেন।

তিনি আরও বলেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের লেখেনির

মাধ্যমে যেন রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো বহুল প্রচারিত হয়। আপনারা থানা এলাকার যে কোনো ধরণের আপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য পেলেই আমাকে জানাবেন। আমি সেই তথ্যের হাঁড়ির খবর খুঁজে বের করে আপরাধ দমনে আইনগত ব্যবস্থা নেবো।